মানব সম্পদ উন্নয়ন

৯.১ পটভূমি

সম্প্রসারণ সেবা গ্রহীতাদেরকে চাহিদার ভিত্তিতে সাড়াদানমূলক সেবা প্রদানে সক্ষমতার জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তাই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা অপরিহার্য।

ডিএই'র সকল পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা সময়োপযোগী এবং কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীতকরণে নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হচ্ছে- সম্প্রসারণ কর্মীদের জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা বাড়ানো এবং বাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যাতে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তারা শিক্ষাকে বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন।

কৃষকের বহুমুখী শিক্ষণ চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদানের জন্য বহুমুখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এলাকাভেদে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় নিজস্ব স্থানীয় সাড়া প্রদানমূলক সম্প্রসারণ কার্যক্রম থাকে যার জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এলাকাভেদে উপযোগী সম্প্রসারণ কার্যক্রমে ভিন্নতা থাকতে পারে, বিধায় উপজেলা পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের ওপর এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের দায়িত্ব উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত থাকবে। ডিএই সদর দপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। কাজেই ডিএই'র একটি অন্যতম কর্মকাণ্ড হচ্ছে তার মানব সম্পদের উন্নয়ন করা যা একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া।

মানব সম্পদ উন্নয়নের কয়েকটি বিশেষ পন্থা:

- প্রশিক্ষণ (Training)
- স্বনির্দেশিত শিক্ষণ (Self-Driven Learning)
- কোচিং এবং মেন্টরিং (Coaching and Mentoring)
- কর্মীর পদোন্নতি (Employee Promotion)
- দায়িত্ব সমৃদ্ধিকরণ (Job Enrichment)
- পদের/দায়িত্ব পরিবর্তন ও প্রশিক্ষণ (Job Rotation and Cross-training)
- কাজের স্থান পরিবর্তন (Lateral Moves)
- কাজের সহায়ক সামগ্রী (Job Aids) সরবরাহ

৯.২ কৃষি সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

কৃষি সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৃষি গবেষণার উন্নয়ন যত হচ্ছে ততই নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন হচ্ছে। এই নতুন কলাকৌশলের ব্যবহার সম্পর্কে প্রথমতঃ সম্প্রসারণ কর্মীদের

জ্ঞান লাভ করতে হবে। অতঃপর তারা সেগুলোকে কৃষকদের মাঝে প্রসার ঘটাবেন। এভাবেই কৃষির প্রত্যাশিত উন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং কৃষি সম্প্রসারণ সার্ভিসে প্রশিক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

- নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ কর্মীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকে না; তাই তাদেরকে সংগঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ
- উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা হালনাগাদকরণের আবশ্যকতা
- নতুন উদ্ভাবিত কৃষি কলাকৌশলের প্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষা দানের জন্য প্রশিক্ষণ আবশ্যক
- বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন কোন বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন- ফুল চাষ, ফল উৎপাদন, মাশরুম চাষ, ছাদে বাগান, খামার যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিক কৃষি, জৈব কৃষি, মৃত্তিকা উর্বরতা সংরক্ষণ, উত্তম কৃষি উৎপাদন কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় কৃষিতে অভিযোজন কৌশল ইত্যাদি
- সময়ের চাহিদা মিটাতে পরিবর্তিত সম্প্রসারণ কাজের মডেল ও এপ্রোচ সম্বন্ধে সক্ষমতা অর্জন যেমন- ই-সম্প্রসারণ সেবা সম্পর্কে সক্ষমতা
- সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে কার্যক্রম নির্বাচন ও দায়িত্ব পালনে সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা সমন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার, কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও সকল পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন
- কৃষকদের সঙ্গে কাজ করার জন্য গ্রামীণ সংস্কৃতি, প্রথা, লোকাচার, লোকনীতি, গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন
- কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ বা প্রশিক্ষণ দানের জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেসব পদ্ধতির কার্যকরী ব্যবহার সম্পর্কে কর্মীদের প্রশিক্ষণ আবশ্যক, যেমন- কীভাবে পদ্ধতি প্রদর্শনী ও ফলাফল প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করতে হয়, কীভাবে সভা পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে খামার দিবস অনুষ্ঠান করতে হয় ইত্যাদি সম্বন্ধে সকল পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা থাকা দরকার
- প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মী সার, সেচ, বীজ, কৃষি ঋণ ইত্যাদির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ পূর্বক দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপচয় রোধ করে উৎপাদনমুখী ব্যবহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি হয়, ফলে সম্প্রসারণ সার্ভিসের প্রতি কৃষকদের আস্থা বাড়ে এবং সম্প্রসারণ কর্মীগণ স্বাচ্ছন্দে কৃষকদের সঙ্গে কাজ করতে পারেন
- নিয়মিত প্রশিক্ষণের ফলে সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের মাঝে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই সমস্যা সম্পর্কে ভাব বিনিময় সম্ভব হয়
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ কর্মীদের দায়িত্ব সচেতনতা বাড়ে, ফলে তদারকির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়
- কৃষি প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়
- সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কৃষি সম্প্রসারণ সার্ভিসের একটি বিশেষ দায়িত্ব, মানসম্পন্ন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন

- কৃষকদের মাঝে উন্নত কলাকৌশল বিস্তারে পারদর্শীতা অর্জনে সম্প্রসারণ কর্মীদের শিক্ষণের সূত্র, শিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষাদানের কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান আবশ্যক
- সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন
- চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক

সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রত্যেক সম্প্রসারণ কর্মীর দায়িত্বাবলি সফলতার সঙ্গে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৯.৩ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Training Methods)

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কোন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সাধনে একটি পদ্ধতি যথাযথ না হলে একাধিক উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এককভাবে ব্যবহার করা হয় অথবা এক সঙ্গে একাধিক পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার প্রশিক্ষকের দক্ষতার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সচরাচর নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়:

১। বক্তৃতা (Lecture)
২। দলগত আলোচনা (Group-Discussion)
৩। সম্মেলন (Conference)
৪। কর্মশালা (Workshop)
৫। দায়িত্ব আরোপ (Assignment)
৬। টেলিভিশন / ভিডিও ক্লিপ/ চলচ্চিত্র (TV/VDO Clip/Cinema)
৭। অভিনয় (Role Playing)
৮। ব্যবস্থাপনা খেলা (Management Game)

৯.৪ সম্প্রসারণ কর্মীর যোগ্যতা নিরূপণ

সম্প্রসারণ কর্মীর যোগ্যতা

নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য একজন ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার স্তর হচ্ছে যোগ্যতা। বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য দক্ষতার ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন মাত্রার যোগ্যতা রয়েছে। একজন মানুষ সর্বক্ষেত্রে যোগ্য নয়। একজন ব্যক্তির সার্বিক যোগ্যতা সাধারণত নতুন দক্ষতা অর্জন এবং বিদ্যমান দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ সুবিধার সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যোগ্যতার নির্দেশক হচ্ছে:

১) কৃষি বিষয়ক কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা
২) কৃষি সম্প্রসারণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা
৩) ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও দক্ষতা